দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5.1.74 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কিন্ডার গার্টেন চলছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজধানীর অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেন স্কুলই সরকারী অনুমোদন নিতে নারাজ।

সম্প্রতি জনশিক্ষা পরিদফতর ১৯৬২ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় আইন অনুসারে সকল কিন্ডার গার্টেন স্কুলকে আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যেই সরকারী অনুমোদনের জন্যে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে।

কিন্তু জনশিক্ষা পরিদফতর সূত্রে জানা গেছে এ ব্যাপারে স্কুলগুলোর কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক; অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেনের মালিকই তার স্কুলকে সরকারী অনুমোদনের আওতায় আনতে কুন্ঠিত। অনুমোদনের ব্যাপারটি এড়ানোর জন্যে অনেকে এখন আশ্রয় নিচ্ছেন নানা ছল চাতুরীর।

কারণ প্রথমত: এসব স্কুলের মালিকদের ভয়, সরকারী অনুমোদন নিলে সরকার স্কুলের ছাত্র বেতন নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে ব্যবসায়িক দিক থেকে স্কুলগুলো অলাভজনক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: আইনানুযায়ী সরকারী অনুমোদন নেয়ার জন্যে একটি স্কুলকে যেকটি শর্ত পূরণ করতে হয় সেসব শর্ত পূরনের যোগ্যতা অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেনেরই নেই।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শর্তটি হচ্ছে যে প্রতিটি স্কুল তার নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

কিন্তু রাজধানীর বেশীর ভাগ কিন্ডার গার্টেনই ভাড়াটে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর কোন নিজস্ব জায়গা বা ভবন নেই কোন কোন ক্ষেত্রে বাসভবনের একাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে।

অতএব ব্যাপারটি এড়ানোর জন্য এখন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

কেউ কেউ এখন সরকারের কাছে নিজের স্কুলকে স্কুল বলে পরিচয় দিতেও আপত্তি প্রকাশ করেছে: তাদের বক্তব্য এগুলো আসলে টিউটোরিয়াল ক্লাশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির উপযোগী করার জন্যে এখানে কোচিং দেয়া হয়। বয়স ও মেধা অনুসারে পাঁচটি গ্রুপে পৃথক পৃথকভাবে কোচিং দেয়া হয় বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে এগুলোকে স্কুল মনে হলেও আসলে তা নয়।

তাদের এই যুক্তি খন্ডনে সরকারী বক্তব্য: ১৯৬২ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় আইনানুযায়ী দশজনের অধিক ছাত্র কোথাও এক সাথে পড়ানো হলেই তা স্কুল বলে পরিগণিত হবে।

এই যুক্তিকেও পাশ কাটাতে অনেকের বুদ্ধির কমতি হচ্ছে না; সেন্ট মার্গারেট স্কুলের মালিক জনশিক্ষা পরিদফতরকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে তার এটি স্কুলও নয়, টিউটোরিয়াল ক্লাসও নয়। এটা একটা নিছক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তিনি এ ব্যবসা চালানোর জন্যে পৌরসভা থেকে সেন্ট মার্গারেটের নামে ট্রেড লাইসেন্সও নিয়ে

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ

ট্রেড লাইসেন্স

১-এর পৃঃ পর

রেখেছেন। অতএব তার এই প্রতিষ্ঠানটি আর শিক্ষা বিভাগের আওতায় আসে না। প্রতিষ্ঠানটি তাই এখন সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাণিজ্য বিভাগের আওতাধীন।

এছাড়া আরো বেশ কিছু কিন্ডার গার্টেন স্কুলও সরকারী নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এই কূট পদ্ধতিটিকে হার মানাবার মত কোন পথ এখনো জনশিক্ষা দফতর খুঁজে পায়নি।

তবে জানা গেছে, কিন্ডার গার্টেনগুলোকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সরকার অচিরেই একটা কার্যকর নীতি প্রণয়ন করবে।